DHAKA IMPERIAL COLLEGE

ESTD : 1995

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৪-এ
ঢাকা মহানগরীর বাড্ডা থানায়
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

PROSPECTUS
2024-25

ESTD-1995
DHAKA IMPERIAL COLLEGE
READ IN THE NAME OF THY CREATOR

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
অধ্যাপক ড. মো. সাজাহান মিয়া
সভাপতি, গভর্নিং বডি

পৃষ্ঠপোষক
আলহাজ্ব মোঃ ওয়ালীউল্লাহ, এফসিএ
সদস্য, গভর্নিং বডি
মাজহারুল ইসলাম
সদস্য, গভর্নিং বডি
এস. এম. মিজানুর রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি
স্বদেশ রঞ্জন সাহা, এফসিএ, এফসিএস
সদস্য, গভর্নিং বডি

সার্বিক তত্ত্বাবধান
আরিফ আহমদ
অধ্যক্ষ
মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মৃধা
উপাধ্যক্ষ

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের প্রচার ও প্রকাশনা শাখা থেকে প্রকাশিত। প্রকাশকাল : মে, ২০২৪
রোড : ২, ব্লক : বি, আফতাব নগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

১ম বর্ষ বার্ষিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

কলেজ সংগীত

বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ কর' মহোজ্জ্বল আজ হে।
বরপুত্রসংঘ বিরাজ' হে।
ঘন তিমিররাত্রির চিরপ্রতীক্ষা পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতিদীক্ষা।
যাত্রিদল সব সাজ' হে। দিব্যবীণা বাজ' হে।
এস' কর্মী, এস' জ্ঞানী, এস' জনকল্যাণধ্যানী,
এস' তাপসরাজ হে!
এস' হে ধীশক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটির প্রথম সাতটি চরণ ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের কলেজ সংগীত হিসেবে গীত হয়।

কলেজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য

- শিক্ষা
- শৃঙ্খলা
- অধ্যবসায়
- সম্প্রীতি
- দেশপ্রেম
- নৈতিকতা
- মানবিক মূল্যবোধ

সৃজনশীল ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত একটি শিক্ষিত জাতি গঠন আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। শৃঙ্খলাবোধ ও সম্প্রীতি ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। শিক্ষার পাশাপাশি আমরা শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত করে সার্বিক উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে চাই। স্বাধীনতার চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক সৃষ্টিই আমাদের উদ্দেশ্য। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের হতে হবে অধ্যবসায়ী। শিক্ষকদের হতে হবে কর্তব্যনিষ্ঠ ও দায়িত্ব পালনে অবিচল।

তথ্য কণিকা

প্রতিষ্ঠাকাল	১ জুলাই, ১৯৯৫।
নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর	১ এপ্রিল, ২০১২। (ছয় তলা সুপরিসর কলেজ ভবন এবং প্রতি তলার আয়তন ১২,০০০ বর্গফুট)
লক্ষ্য	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকিত জ্ঞান সমৃদ্ধ একটি সুশিক্ষিত স্বনির্ভর জাতি গঠনে আমরা সংকল্পবদ্ধ। অফুরন্ত সম্ভাবনাময় তরুণ জনগোষ্ঠীকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়ে জাতির যোগ্য উত্তরাধিকারী সৃষ্টি আমাদের লক্ষ্য।
শিক্ষক সংখ্যা	৭২ জন ▪ কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা ৩০ জন
কোর্সসমূহ (উচ্চমাধ্যমিক) আসন সংখ্যা	▪ বিজ্ঞান বিভাগ ১০০০ ▪ ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ৪৫০ ▪ মানবিক বিভাগ ২৫০
স্নাতক (সম্মান)	▪ বি.এ (বাংলা) ▪ বি.এ (ইংরেজি) ▪ বি.বি.এ (হিসাববিজ্ঞান) ▪ বি.বি.এ (ব্যবস্থাপনা) ▪ বি.বি.এ (সম্মান) মার্কেটিং
বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা	৩৫৮৫ জন
প্রতিটি শ্রেণি কক্ষের আয়তন	▪ ৫০০ বর্গফুট ▪ শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫৫
শিফট সময়	▪ মর্নিং ▪ মাধ্যম- বাংলা ▪ ছাত্রীদের জন্য পৃথক ফ্লোর ও সেকশন সকাল ৮.০০ - ১২.৩০

শিক্ষা কার্যক্রম

▪ পরীক্ষা	: ক্লাস টেস্ট, মিড টার্ম ও টার্ম ফাইনাল
▪ উপস্থিতি	: কমপক্ষে ৮০%
▪ পাঠোন্নতি মূল্যায়ন	: টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে
▪ কলেজ ইউনিফর্ম	: নির্ধারিত
▪ ছাত্রছাত্রী মনিটরিং	: গাইড শিক্ষকভিত্তিক

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম

শিক্ষা সফর, অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান মেলা, বসন্ত উৎসব, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন, ক্লাব কার্যক্রম, প্রকাশনা, ধর্মীয় উৎসব, রক্তদান কর্মসূচি, সমাজসেবামূলক কার্যক্রম, বিতর্ক উৎসব, বার্ষিক বনভোজন, বর্ষবরণ, বসন্ত ও পিঠা উৎসব ইত্যাদি।

কলেজ মনোগ্রাম

'ইমপিরিয়াল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'রাজকীয়' এবং 'প্রধান'। এ কলেজের নামকরণে 'ইমপিরিয়াল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবিধ অর্থেই। মনোগ্রামের উপরের রাজমুকুট মর্যাদার প্রতীক। হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর কাছে প্রেরিত প্রথম ঐশী বাণী-'ইকরা বি-ইস্‌মে রাব্বিকাল্লাজি খালাক' (অর্থ-পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন)। মানুষের কাছে প্রেরিত সৃষ্টিকর্তার প্রথম বাণীর ইংরেজি অনুবাদটি (Read in the Name of Thy Creator) মনোগ্রামে যুক্ত হয়েছে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম আলহাজ্ব এম. এ. মালেক, এফসিএ'র আগ্রহ ও পরামর্শে। মনোগ্রামটির পরিকল্পনা ও ডিজাইন করেছেন বিশিষ্ট গ্রাফিক্স ডিজাইনার, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব এস. এম. মিজানুর রহমান মাসুম।

১৯৯৫ থেকে ২০২৪

অতিক্রান্ত হলো ত্রিশটি বছর। দীর্ঘদিনের এই পথচলা ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অতিক্রান্ত এই সময়ে আলোকবর্তিকা হয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনকে আলোকিত করেছে ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অতটা মসৃণ ছিল না। এক বন্ধুর পথে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের কিছু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি সেদিন স্বল্প পরিসরে শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাচর্চার যে বীজ রোপণ করেছিলেন, আজ তা মহীরুহ। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের সেই সব মহানুভব ব্যক্তিবর্গের প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

গৌরবময় ত্রিশটি বছর অতিক্রান্তের এই শুভক্ষণে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আলহাজ্ব এম. এ. মালেক, এফসিএ মহোদয়ের কথা। তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় সেদিন আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই পথচলায় যাঁদের ভূমিকা ছিল এবং অদ্যাবধি যাঁরা আমাদের সাথে আছেন, তাঁরা হলেন - আলহাজ্ব মোঃ ওয়ালীউল্লাহ, এফসিএ, জনাব মাজহারুল ইসলাম, জনাব এস. এম. মিজানুর রহমান, আলহাজ্ব জুবের আহমেদ খান, অধ্যাপক মোস্তফা কামাল, শ্রী স্বদেশ রঞ্জন সাহা, এফসিএ, এফসিএস প্রমুখ।

প্রয়াত অধ্যক্ষ অধ্যাপক মাহফুজুল হক ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের পথ চলার আলোকবর্তিকা। তাঁকে সহ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর লতিফুর রহমানকে স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধায়।

১৯৯৫ সালে নভেম্বর মাসে কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ

মরহুম আলহাজ্ব এম. এ মালেক, এফসিএ
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
সাংগঠনিক কমিটি

প্রতিষ্ঠাতা পরিচিতি

আলহাজ্ব মোঃ ওয়ালীউল্লাহ
এফসিএ

মরহুম অধ্যাপক মাহফুজুল হক
প্রাক্তন অধ্যক্ষ

মাজহারুল ইসলাম

অধ্যাপক মোস্তফা কামাল

আলহাজ্ব জুবের আহমেদ খান

এস. এম. মিজানুর রহমান

স্বদেশ রঞ্জন সাহা
এফসিএ, এফসিএস

প্রফেসর লতিফুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ

পরিচালনা পরিষদ
২০২৩-২০২৫

প্রফেসর ড. মো. সাজাহান মিয়া
সভাপতি
অনারারি প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলহাজ্ব মোঃ ওয়ালীউল্লাহ, এফসিএ
দাতা প্রতিনিধি
ম্যানেজিং পার্টনার
মালেক সিদ্দিকী ওয়ালী
(চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট)

মাজহারুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি
সম্পাদক, পাক্ষিক অন্যদিন
প্রধান নির্বাহী, অন্যপ্রকাশ

স্বপন রঞ্জন সাহা, এফসিএ, এফসিএস
হিতৈষী প্রতিনিধি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্যাটকম গ্রুপ অব কোম্পানীজ লিঃ

ড. জালাল আহমেদ
বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি
নির্বাহী পরিচালক, সিপিএস, ঢাকা
সাবেক পরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

এস. এম. মিজানুর রহমান
প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক, ঢাকা
ডিজাইনার, উদ্যোক্তা, সাংবাদিক,
সিইও, মাসুম রহমান ক্রিয়েটিভ এবং
কো-ফাউন্ডার অন্যদিন গ্রুপ

ছানাউল কবীর চৌধুরী
অভিভাবক প্রতিনিধি

জাকির আল হাসান
অভিভাবক প্রতিনিধি

মোঃ সারোয়ার হোসেন
অভিভাবক প্রতিনিধি

সাগর ভট্টাচার্য
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ এমদাদুল হক
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহকারী অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

দিলারা আক্তার
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহকারী অধ্যাপক
গণিত বিভাগ

আরিফ আহমদ
অধ্যক্ষ
সদস্য সচিব

প্রাক-কথন

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ অতিক্রম করেছে সাফল্যের ত্রিশটি বছর। ১৯৯৫ সালে ২৮ মিরপুর রোডস্থ ভাড়াবাড়িতে প্রথম যাত্রা শুরু এ কলেজের । ৩ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে রামপুরার আফতাবনগরের নিজস্ব ক্যাম্পাসে এই কলেজের ক্লাস কার্যক্রম শুরু হয়। ইতোমধ্যেই নির্মিত হয়েছে ১,২০,০০০ বর্গফুট আয়তনের সুপরিসর ৬ তলা ভবন। অত্যাধুনিক উপকরণে সজ্জিত রয়েছে শ্রেণিকক্ষ, সমৃদ্ধ গবেষণাগার ও মানসম্মত পাঠাগার। এছাড়া রয়েছে ই-লার্নিং-এর সুবিধাসহ গুণগত শিক্ষা প্রদানের জন্য সকল আধুনিক শিক্ষা-উপকরণের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ।

মেধাবী ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ পাসের হার ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক GPA-5 অর্জন এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় এ কলেজ বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের স্বপ্নের কলেজে পরিণত হয়েছে। গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের স্বীকৃতি হিসেবে অত্র কলেজ জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৪-এ ঢাকা মহানগরীর বাড্ডা থানায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির পাশাপাশি অত্র কলেজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা, ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও মার্কেটিং বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু রয়েছে।

যুগের উৎকর্ষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পথনির্দেশনা দেয়ার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ। আমাদের শিক্ষার্থীরা হবে যুগোপযোগী, আলোকিত মানুষ – এ আমাদের অঙ্গীকার। বর্তমান শতাব্দীর জন্য প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। এ লক্ষ্যেই পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজিত হয়েছে নবতর ধ্যান-ধারণা ও আধুনিক প্রযুক্তি। ফলে বিকশিত হচ্ছে শিক্ষার্থীর মেধা ও মনন। তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার আজ হাতের নাগালে। আর জনগোষ্ঠী পরিণত হচ্ছে জনসম্পদে। বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে স্মার্ট ও দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করাই আমাদের লক্ষ্য।

শিক্ষার পাশাপাশি এ কলেজে রয়েছে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য নানাবিধ ক্লাব। এই ক্লাবগুলোর সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম বিস্তৃত থাকে বছরব্যাপী। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ, মানবিক মূল্যবোধ, কৃষ্টি-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, নৈতিকতা, বিজ্ঞানচর্চা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নানাবিধ ক্লাবের মাধ্যমে খেলাধুলাসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিতর্কচর্চা, অলিম্পিয়াডসহ ক্রীড়া ক্ষেত্রে রয়েছে অত্র কলেজের অসামান্য সাফল্য। কলেজ চত্বরকে ধূমপান ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মুক্ত রাখায় এ কলেজে সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ। এ সব বৈশিষ্ট্যের কারণে কলেজটি শিক্ষিত ও সুধী সমাজের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে।

সর্বোপরি, একবিংশ শতাব্দীর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব পটভূমির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অভিযোজনের লক্ষ্যে এবং আধুনিক, কুসংস্কারমুক্ত, স্মার্ট ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টির প্রত্যয়ে নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে আমাদের সকল কার্যক্রম।

(আরিফ আহমদ)
অধ্যক্ষ

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ

EIIN : 107974

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি

সরকারি নীতিমালার আলোকে ও শিক্ষাবোর্ডের ফলাফলের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক বিভাগের আসন সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি বছর ভর্তির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম GPA নির্ধারণ করে থাকে।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আবেদনের GPA

বিভাগ	আবেদনের ন্যূনতম জিপিএ	আসন সংখ্যা
বিজ্ঞান	৪.৫০	১০০০
ব্যবসায় শিক্ষা	৩.২৮	৪৫০
মানবিক	৩.০০	২৫০

- শিফট মর্নিং
- ছাত্রীদের জন্য পৃথক ফ্লোর ও সেকশন
- টিউশন ফি

বিজ্ঞান বিভাগ	২,৮০০.০০ টাকা
ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ	২,৫০০.০০ টাকা
মানবিক বিভাগ	২,০০০.০০ টাকা

- প্রতি মাসের টিউশন ফি ১-১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।
- প্রতি টার্মের ক্লাস টেস্ট/মিডটার্ম/মাসিক পরীক্ষার ফিসহ সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার ফি ২,০০০.০০ টাকা।
- আইসিটি ল্যাব ফি : **বাৎসরিক ২,০০০.০০ টাকা**
- ল্যাব ফি : বিষয় প্রতি **বাৎসরিক ১,২০০.০০ টাকা**
- বিদ্যুৎ পানি ও অন্যান্য : **বাৎসরিক ৩,৫০০.০০ টাকা**

১ম বর্ষে ভর্তির সময় এককালীন প্রদেয়

- ভর্তি ফি : বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি ৭,৫০০.০০ টাকা
- ভর্তির সময় এক মাসের টিউশন ফি প্রদান করতে হবে
- অনলাইন সার্ভিস ফি [বাৎসরিক] ১,৫০০.০০ টাকা
- ইউনিফর্ম : ৩,৫০০.০০ টাকা
  - ছাত্র- ২ সেট শার্ট ও ২ সেট প্যান্টের কাপড়, ১টি বেল্ট, ১টি টাই ১টি কলেজ ডায়েরি, কলেজ লোগো স্টিকার ২টি, গ্রুপ স্টিকার ২টি
  - ছাত্রী- ২ সেট কামিজ ও ২ সেট প্যান্টের কাপড়, ২টি ওড়না ১টি কলেজ ডায়েরি, কলেজ লোগো স্টিকার ২টি, গ্রুপ স্টিকার ২টি

টিউশন ফি প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

- প্রতি মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত টিউশন ফি কলেজে স্থাপিত মার্কেন্টাইল ব্যাংকের বুথে অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কেন্টাইল ব্যাংকের যে-কোনো শাখা/উপ-শাখা থেকে অনলাইনে পরিশোধ করতে হবে।
- অনলাইনে বিকাশ অ্যাপস-এর পে-বিল এর মাধ্যমে টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি প্রদান করা যায়।

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত আবেদন ও অন্যান্য সময় সূচি

ক্রম	বিষয়	তারিখ
১	ভর্তির অন-লাইনে আবেদন গ্রহণ	২৬/০৫/২০২৪ থেকে ১১/০৬/২০২৪
২	১ম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ	২৩/০৬/২০২৪
৩	শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ১ম পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে)	২৩/০৬/২০২৪ থেকে ২৯/০৬/২০২৪
৪	২য় পর্যায়ের আবেদন গ্রহণ	৩০/০৬/২০২৪ থেকে ০২/০৭/২০২৪
৫	পছন্দক্রম অনুযায়ী ১ম মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	০৪/০৭/২০২৪ (রাত ৮:০০ টায়)
৬	২য় পর্যায়ের আবেদনের ফলপ্রকাশ	০৪/০৭/২০২৪ (রাত ৮:০০ টায়)
৭	২য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নির্বাচনদ নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ২য় পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে)	০৫/০৭/২০২৪ থেকে ০৮/০৭/২০২৪ (রাত ৮:০০ টায়)
৮	৩য় পর্যায়ের আবেদন গ্রহণ	০৯/০৭/২০২৪ থেকে ১০/০৭/২০২৪
৯	পছন্দক্রম অনুযায়ী ২য় মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	১২/০৭/২০২৪ (রাত ৮:০০ টায়)
১০	৩য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	১২/০৭/২০২৪ (রাত ৮:০০ টায়)
১১	৩য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ৩য় পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে)	১৩/০৭/২০২৪ থেকে ১৪/০৭/২০২৪
১২	ভর্তি	১৫/০৭/২০২৪ থেকে ২৫/০৭/২০২৪
১৩	ক্লাস শুরু	৩০ জুলাই, ২০২৪

বিজ্ঞান বিভাগ :

শিক্ষক সংখ্যা : ৪৫

বিষয়সমূহ : আবশ্যিক বিষয় (৩টি)

বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

নৈর্ব্যক্তিক বিষয় (৩টি)

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞান

ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)

উচ্চতর গণিত, জীববিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ :

শিক্ষক সংখ্যা : ৪১

বিষয়সমূহ : আবশ্যিক বিষয় (৩টি)

বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

নৈর্ব্যক্তিক বিষয় (৩টি)

হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা/উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন

ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা/উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, পরিসংখ্যান, ভূগোল

মানবিক বিভাগ :

শিক্ষক সংখ্যা : ৩১

বিষয়সমূহ :

আবশ্যিক বিষয় (৩টি)

বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

গুচ্ছ-ক : পৌরনীতি ও সুশাসন, ভূগোল, অর্থনীতি

গুচ্ছ-খ : সমাজবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, ভূগোল

ঐচ্ছিক বিষয় (১টি) :

মনোবিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা, লঘু সংগীত

বিগত ৪ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	জিপিএ ৫.০০	জিপিএ ৪-৫.০০	পাশের হার
২০২০	১৩০৯	৫৬৩	৫৬৬	১০০.৩৭%
২০২১	১৬০১	৫২১	৭৯৪	৯৯.৩৭%
২০২২	১৩৬২	২২৫	৮৮৯	৯৯.৩৫%
২০২৩	১৩১৮	১৪৪	৮৬৪	৯৯.৩২%

ছাত্রীদের জন্য পৃথক ফ্লোর ও সেকশন

ল্যাবরেটরি

- **বিজ্ঞান বিভাগ**
  ব্যবহারিক ল্যাবরেটরি–৪টি
  [রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও আইসিটি বিষয়ের জন্য]
- **ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ**
  ব্যবহারিক ল্যাবরেটরি-১টি
  [আইসিটি বিষয়ের জন্য]
- **মানবিক বিভাগ**
  ব্যবহারিক ল্যাবরেটরি-৩টি
  [ভূগোল, মনোবিজ্ঞান ও আইসিটি বিষয়ের জন্য]

আধুনিক ল্যাবরেটরি এপারেটাস, অত্যাধুনিক ইন্টেরিয়র ডিজাইন, অডিও ভিজ্যুয়াল সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া ও
সিসি ক্যামেরা সমৃদ্ধ পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও আইসিটি ল্যাবরেটরি

একাডেমিক ব্যবস্থাপনা

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় উৎকর্ষ সাধন, উপস্থিতি ও শৃঙ্খলা মনিটরিং কলেজ প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। এজন্য শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত নিম্নলিখিত কমিটিসমূহ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

গাইড টিচার

প্রতিটি সেকশনের গড় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০। এই শিক্ষার্থীদের জন্য দু'জন গাইড শিক্ষক দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, লেখাপড়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন, পরামর্শ প্রদান ও তদানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা গাইড টিচারের দায়িত্ব। গাইড টিচারের সুপারিশ ছাড়া অগ্রিম ছুটি মঞ্জুর করা হয় না। ক্লাসে বা পরীক্ষায় অনুপস্থিতি, অকৃতকার্যতা, অসুস্থতা কিংবা শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপে সংশ্লিষ্টতা প্রভৃতি বিষয় গাইড শিক্ষক যথাসময়ে অভিভাবককে টেলিফোনে অবহিত করেন।

গাইড শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গাইড কাউন্সিল গঠন করা হয়। গাইড কাউন্সিলের সদস্যদের লেখাপড়ার পাশাপাশি আত্ম-উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

GPA-5 ব্যাচ

প্রথম ২টি টার্মের গড় ফলাফল এবং প্রথমবর্ষ ফাইনাল পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে প্রত্যেক সেকশন থেকে বাছাইকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ অর্জনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জিপিএ ৫ প্রত্যাশী ব্যাচ গঠন করা হয়। বিশেষ ব্যাচগুলোর শিক্ষার্থীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাপকভাবে পাঠচর্চায় নিয়োজিত রাখা এবং প্রতিটি বিষয়ে A+ প্রাপ্তির উপযুক্ত করে তাদের গড়ে তোলা হয়। এ প্রচেষ্টার ফলে এসএসসি স্তরে কম জিপিএ প্রাপ্ত বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় প্রতিবছর জিপিএ ৫ অর্জন করছে।

বিশেষ ব্যাচ

অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফলের জন্য বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ ব্যাচে ক্লাস নেয়া হয়।

অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ শৃঙ্খলা কমিটি

শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর শৃঙ্খলা কমিটি রয়েছে। কলেজে অবস্থানকালীন সার্বিক ডিসিপ্লিনসহ অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্র কিংবা কলেজে বা কলেজের বাইরে হঠাৎ-সৃষ্ট বা পূর্বপরিকল্পিত সংঘাত, গ্রুপিং বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি কিংবা অপ্রীতিকর শৃঙ্খলা পরিপন্থী ঘটনার অবসানপূর্বক ত্বরিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করাও এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। কলেজ স্কাউট দলের সদস্যরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকে।

কোর্স মনিটর

বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক শাখার কোর্সসমূহের টার্মভিত্তিক পাঠ-অগ্রগতি তদারকির জন্য ৩ জন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করেন। সেকশন-ভিত্তিতে সকল বিষয়ের পাঠ অগ্রগতি মূল্যায়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

লাইব্রেরি এবং পাঠচক্র

কলেজের গ্রন্থাগারের নাম আলহাজ্ব এম. এ. মালেক লাইব্রেরি। লাইব্রেরি থেকে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করতে পারে এবং কলেজে অবস্থানকালীন সময়ে নিয়মিত পাঠচর্চা করতে পারে।

- মৌলিক সাহিত্যের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে পাঠচক্র ক্লাবের উদ্যোগে বইপড়া কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মূল্যায়নের ভিত্তিতে সেরা পাঠকদের পুরস্কৃত করা হয়।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত কোর্সপ্ল্যান ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রদান করা হয়। এতে পাঠ্যসূচির বিষয়গুলো টার্ম অনুযায়ী লেকচারের ভিত্তিতে বিন্যস্ত থাকে। একাডেমিক ক্যালেন্ডারে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও ফলাফল ঘোষণার তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। তাছাড়া সহশিক্ষা কার্যক্রম, ছুটি, বেতন প্রদানের তারিখ ইত্যাদির উল্লেখও থাকে একাডেমিক ক্যালেন্ডারে।

ইমপিরিয়াল কলেজ বাস সার্ভিস

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কলেজের বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহ পূর্বনির্ধারিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসারে নিয়মিত যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা এই দায়িত্ব পালন করে। এই শাখা আসন বিন্যাস, প্রবেশপত্র ইস্যু, পরীক্ষা গ্রহণ ও যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ করে থাকে। প্রত্যেক পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের কম্পিউটারাইজড মার্কশিট প্রদান করা হয়। Edu-Smart-এর মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে ফলাফল প্রেরণ করা হয়।

স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং

ছাত্র-ছাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও আচরণ এবং লেখাপড়া সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়ে পরামর্শ ও কার্যকর দিক-নির্দেশনার জন্য কাউন্সিলিং শাখা রয়েছে। কাউন্সিলিং-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সম্ভাব্য পরামর্শ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট থাকেন।

অনলাইন যোগাযোগ

অনলাইনের মাধ্যমে অভিভাবকের কাছে পরীক্ষার ফলাফল এবং SMS-এর মাধ্যমে কলেজে অনুপস্থিতি এবং সকল ধরনের নোটিশ নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।

CCTV

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সার্বিক ক্লাস কার্যক্রম পর্যবেক্ষনের জন্য সকল শ্রেণিকক্ষে রয়েছে আধুনিক CCTV।

স্ট্যান্টডবাই জেনারেটর

কলেজে ৮৮ কেভিএ ও ৩৩ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি জেনারেটর রয়েছে। যার মাধ্যমে কলেজের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকে।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ কলেজের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। একমাত্র অসুস্থতাজনিত কারণ ছাড়া অন্য কোনো অজুহাত পরীক্ষায় অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। অসুস্থতার ক্ষেত্রে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর অভিভাবককে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বা মেডিক্যাল রিপোর্ট এবং অনুপস্থিতির আবেদনপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দিতে হয়। উল্লেখ্য, ২য় টার্ম ফাইনাল (Year Final) এবং ৪র্থ টার্ম ফাইনাল (Test) পরীক্ষার ক্ষেত্রে অসুস্থদের জন্য Sick Bed-এর ব্যবস্থা করা হয়।

প্রবেশ পত্র

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অনুষ্ঠিতব্য প্রতিটি টার্ম ফাইনাল পরীক্ষার জন্য Computerised Admit Card (প্রবেশপত্র) ইস্যু করা হয়। প্রবেশপত্রে পরীক্ষার নির্ধারিত প্রোগ্রাম মুদ্রিত থাকে। উল্লেখ্য, পরীক্ষা শুরুর আগে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয় এবং প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয় না।

শতভাগ (১০০%) উপস্থিতি পুরস্কার

যে সকল শিক্ষার্থী সকল কার্যদিবসে কলেজে উপস্থিত থাকে তাদেরকে শতভাগ উপস্থিতি পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ফলাফল প্রকাশ

কলেজের অভ্যন্তরীণ সকল পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষাবোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে ফলাফল প্রকাশের সুবিধার্থে সমন্বিত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক রয়েছে। প্রত্যেক টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা শেষে নির্ধারিত তারিখে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

প্রমোশন

একাদশ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রমোশনের জন্য শিক্ষার্থীকে ন্যূনপক্ষে ৮০% ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় গড়ে কমপক্ষে ৩৩% নম্বর পেতে হয় এবং কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার উত্তম রেকর্ড থাকতে হয়।

একাডেমিক এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড

প্রত্যেক টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা শেষে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক বিভাগের প্রতিটি সেকশনের শীর্ষস্থান লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও প্রতিবিধান

নিম্নলিখিত কার্যকলাপ কলেজ শৃঙ্খলা পরিপন্থী:

- কলেজে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতি
- অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন
- অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া
- সহপাঠীদের সাথে পারস্পরিক বিরোধ ও যে-কোনো সংঘর্ষ
- কলেজে মোবাইল ফোন আনা
- বহিরাগত বন্ধু ও ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে নিয়ে আসা
- বিনা অনুমতিতে কলেজ ত্যাগ করা
- কলেজ চত্বরে ধূমপান
- আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকা
- কলেজে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা।

উপরি-উক্ত এক/একাধিক কার্যকলাপের প্রতিবিধানকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয় :

- সতর্ক/ভর্ৎসনা করা
- অভিভাবককে জানানো
- অর্থ জরিমানা করা
- নাম কেটে দেওয়া
- ভর্তি বাতিল করা
- T.C. প্রদান করা।

উপস্থিতি-শৃঙ্খলা-আচরণ

ক্লাসে উপস্থিতি

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতি টার্মে ক্লাসে কমপক্ষে ৮০% উপস্থিত থাকতে হয়। বিনা অনুমতিতে মাসে ৫ শিক্ষা দিবসের বেশি অনুপস্থিত থাকলে নাম কাটা যায়।

কলেজ ইউনিফর্ম ও আইডেনটিটি কার্ড

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কলেজের নিজস্ব ইউনিফর্ম পরিধান করতে হয় এবং আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে রাখতে হয়। ইউনিফর্ম ও আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া শিক্ষার্থীর কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ।

অনুপস্থিতি এবং জরিমানা

অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য দিন প্রতি ৫০.০০ টাকা হারে জরিমানা দিতে হয়। ৩ দিন বিলম্বে উপস্থিতির জন্য ১ দিনের জরিমানা ধার্য করা হয়। অসুস্থতার ক্ষেত্রে Medical Certificate দাখিল সাপেক্ষে প্রকৃত অভিভাবকের আবেদনক্রমে অনুপস্থিতি-জরিমানা মওকুফ করা হয়।

নন-কলেজিয়েট/ ডিস-কলেজিয়েট

নির্ধারিত সংখ্যক ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে, নন-কলেজিয়েট বা ডিস-কলেজিয়েট ঘোষণা করা হয়।

Non-Collegiate	যাদের উপস্থিতি ৯০%-এর নিচে
Dis-Collegiate	যাদের উপস্থিতি ৬০%-এর নিচে

অগ্রিম ছুটি (বিশেষ প্রয়োজনে অগ্রিম ছুটি নিতে হয়) অভিভাবকের আবেদনক্রমে যুক্তিসঙ্গত কারণে সর্বোচ্চ ৫ দিন বা প্রয়োজনীয় অগ্রিম ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তবে পরীক্ষা চলাকালে কোনো ছুটি মঞ্জুর করা হয় না।

আনুষ্ঠানিক/উপ-আনুষ্ঠানিক আয়োজন

সৃজনশীল পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ

বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। দক্ষ জনশক্তি গড়ার জন্য দরকার কর্মমুখী ও প্রয়োগধর্মী শিক্ষা। তাই গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে প্রবর্তন করা হয়েছে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি। নতুন এই পদ্ধতিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের দ্রুত খাপ খাওয়ানোর জন্য ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ আয়োজন করে কর্মশালার। এই কর্মশালায় দক্ষ ট্রেইনার দিয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

অভিভাবক দিবস

শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সার্বিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের মধ্যে সমন্বয় দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি টার্ম ফাইনাল পরীক্ষার পর অভিভাবক দিবসের আয়োজন করা হয়। সম্মানিত অভিভাবকদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে অভিভাকদের কাছে নম্বর পত্র প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেক অভিভাবকের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এবং ফাউন্ডেশন ক্লাস

উচ্চমাধ্যামিক স্তরের সিলেবাস ও কলেজের নিজস্ব শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরুর পর পরই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশন ক্লাসে সিলেবাসের সমান্তরালে শৃংখলা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, আচার-আচরণ, মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়।

সভা, সেমিনার ও কর্মশালা

এ কলেজে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উপলক্ষে এবং পরিবেশ, সামাজিক ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সভা, সেমিনার বা কর্মশালা আয়োজন করা হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানগুলোতে দেশের খ্যাতিমান ও কীর্তিমান ব্যক্তিদের অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

প্রফেসর ড. এম. শমসের আলী

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

ড. এম এ মাজেদ

প্রফেসর ড. সামিউল হক

প্রফেসর পুরঞ্জয় বিশ্বাস

মোঃ নজরুল হাসান

বৃত্তি ও প্রণোদনা

মেধাবী অথচ অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল এবং প্রান্তিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহযোগিতা এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা রয়েছে।

জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের জন্য প্রণোদনা

এসএসসি পরীক্ষায় Golden GPA 5 প্রাপ্ত কিন্তু আর্থিকভাবে অসচ্ছল দরিদ্র এরূপ শিক্ষার্থীদের জন্য নানাবিধ আর্থিক ও শিক্ষা-সহযোগিতা প্রদান করা হয়। যেমন–

- অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের সন্তানদের মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সমুদয় পাঠ্যবই প্রদান;
  গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা;
- ক্ষেত্রবিশেষে আর্থিক সহযোগিতা করা।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেতন/টিউশন ফির ক্ষেত্রে ওয়েভার সিস্টেম চালু আছে
- বিনা বেতনে কোচিং সুবিধা

Award of Attendance

কলেজে ১ম ও ২য় বর্ষে ক্লাসে প্রতিদিন উপস্থিতির জন্য Award of Attendance প্রদান করা হয়। প্রতিবছর কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে এই পুরস্কারগুলো বিতরণ করা হয়।

আলহাজ্ব এম. এ. মালেক স্টাইপেন্ড

SSC পরীক্ষায় Golden GPA প্রাপ্ত অসচ্ছল পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগসহ আলহাজ্ব এম. এ. মালেক বৃত্তি প্রদান করা হয়।

স্যাটকম পুরস্কার

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় GPA 5 প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের স্যাটকম পুরস্কার প্রদান করা হয়। কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই বৃত্তি/পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অন্যপ্রকাশ সাহিত্য পুরস্কার

কৃতী শিক্ষার্থীদের সাহিত্য পাঠে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অন্যপ্রকাশ-এর পক্ষ থেকে দেশের খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিকদের গ্রন্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়।

ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য (২০২২-২০২৩), (২০২৩-২০২৪)

জোনাল পর্যায় : • ক্রিকেট (মহিলা) রানার্স আপ • ফুটবল (মহিলা) চ্যাম্পিয়ন • হ্যান্ডবল (মহিলা)-৩য় স্থান **বিভাগীয় পর্যায় :** • ফুটবল (মহিলা)–শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর জোন-এর সাথে জয়ী হয়ে ফাইনালে উত্তীর্ণ। ফাইনালে কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, কিশোরগঞ্জ জোন-এর সাথে পরাজিত হয়ে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

জোনাল পর্যায় : • ক্রিকেট (মহিলা) রানার্স আপ • ফুটবল (মহিলা) চ্যাম্পিয়ন

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চর্চা, খেলাধুলা এবং স্কাউটিং-এর জন্য বিশেষ প্রণোদনা

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। তাছাড়া কলেজের বিভিন্ন প্রকাশনায় তাদের লেখা প্রকাশ করা হয়।

নাটক, নৃত্য ও সংগীতে আগ্রহীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কলেজ এবং কলেজের বাইরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। তাদের অংশগ্রহণে নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিডিও এবং মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্রীড়াবিদদের নিয়মিত শরীরচর্চার জন্য কলেজের মনোগ্রাম খচিত ট্র্যাকস্যুট, টি-শার্ট প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। স্কাউটদের ইউনিফর্ম প্রদান করা হয়।

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার খণ্ডচিত্র

সরকারি মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ অর্জনকারী ২০২৩ সালের কৃতী শিক্ষার্থীদের একাংশ

TROPA SARKER TITHI
RU

TANIA HOSSAIN TANJILA
GST

MUTTAKIN AHMED SRABON
GST

ABDULLAH
BUTEX

SIYAM BIN ABDUL MALEK
GST

TANZIR AHMED ARONNO
GST

SADMAN HOSSAIN ZARIF
RU

AFRAJ UJ JAMAN SHANTO
GST

ABDULLAH-AL RAHAT MOLLAH
DU

MD. SAFAYET HOSSAIN SIFAT
GST

MONON BHOWMIK
AMC

MD. FARHAN MAFUJ
MIST

WASIM REZA
GST

SABBIR ISLAM
RUET

AHMED NAZMUL HASAN ASIF
GST

DURJOY CHAKRABORTY
GST

TASIN YEASIR
KUET

ABDULLAH IBNE ALI
MIST

MD. TALASH AHMED
KUET

ISHTIAQUE AHMED SIFAT
MIST

MD. MAHADY HASAN REDOY
GST

MOHAMMAD ARAFAT HOSSAIN
GST

TASHIN ISLAM
RUET

MEHRAB HASAN ARAF
JU

MD. ABU SHAHRIER SHIMANTO
SHMC

IMTIAZ AHMED
DU

INZAMUL HOQUE RAFI
BUET

SHAH FATIN TAJWAR
DU

সরকারি মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ অর্জনকারী ২০২৩ সালের কৃতী শিক্ষার্থীদের একাংশ

ADRIAN PARVEZ
KUET

RUDRA BAIRAGI
GST

SHAKIL ILHAN
KUET

MD. ASHRAFUL ALAM
KUET

SYED TAISUR RAHMAN FAYAZ
DU

SOHAN ABDULLAH
DU

REDUANUL ALAM
RU

MOSADDEK ALI
DU

MD. MOIN AHMED
BUET

MD. IRAM ANJUM KHAN
GST

AYESHA ZAHRA ADIBA
KUET

TASNIM HOSSAIN MEGHA
GST

FARJANA AKTHER
GST

URMILA RANI DAS
GST

NUSAIBA NAWAL
DU

MD. RUBAIYAT ALAM
DU

WAKIL AHMED TUSHER
DU

MD. AJMAYEEN JAHIN
DU

KAIF AHAMED
GST

MD. ROKNUR ZAMAN
GST

AFNAN HOSSAIN
GST

RAISA MEHBUB
GST

SAYEEDA TANIA ISLAM
GST

নবীনবরণ-২০২৪

তারিখ : ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩
রাওয়া কনভেনশন হল, ঢাকা

ব্যান্ড সংগীত পরিবেশন করছে 'বিন্দুকনা'

সামাজিকীকরণ

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজে শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্নমুখী সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আগ্রহ ও পারদর্শিতা অনুযায়ী বিভিন্ন কলেজ-সোস্যাল, ভ্রমণ, শিক্ষাসফর এবং সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে থাকে, যা তাদের সুপ্ত প্রতিভা ও মানসিক গুণাবলির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ইভটিজিং, মাদক ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতায়, বিট পুলিশিং সমাবেশ

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা
আয়োজনে, ইমপিরিয়াল সমাজসেবা কার্যক্রম ক্লাব

তথ্য ও প্রযুক্তি (ডিজিটাল ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম)

সর্বাধুনিক অনলাইন স্টুডিও ক্লাসরুম

ঢাকা ইম্পিরিয়াল কলেজের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে রয়েছে Central Announcement System। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর পাঠদানের ক্ষেত্রে Multimedia Projector, Digital ও Electomic যন্ত্রাপুযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ইতোমধ্যে কলেজের ২০টি শ্রেণি কক্ষে অত্যাধুনিক Multimedia Projector স্থাপন করে MMC-এর আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল শ্রেণি কক্ষে Multimedia Projector সংযোজন করা হবে। অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্প্রতি স্থাপন করা হয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধাসহ ডিজিটাল অনলাইন স্টুডিও ক্লাসরুম। এই ক্লাসরুম থেকে Live Class সম্প্রচারিত হয়।

DIC Online Class Room নামে কলেজের নিজস্ব Face Book Page রয়েছে। এই Page থেকে শিক্ষার্থীরা Live Class এ অংশগ্রহণ করতে পারে।

ইমপিরিয়াল পরিবহন

শিক্ষা-সম্পূরক কার্যক্রম

প্রণোদনা
- এ্যাওয়ার্ড অব একাডেমিক এক্সিলেন্স
- শতভাগ উপস্থিতি পুরস্কার
- স্যাটকম পুরস্কার
- অন্যপ্রকাশ সাহিত্য পুরস্কার
- ইমপিরিয়াল স্বর্ণপদক

বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠান
- সেমিনার
- বিজ্ঞান মেলা
- অলিম্পিয়াড

ধর্মীয় অনুষ্ঠান
- বার্ষিক মিলাদ মাহফিল
- সরস্বতী পূজা

প্রকাশনা
- কলেজ বার্ষিকী 'একবিংশ'
- নিউজ লেটার 'বিদ্যাতীর্থ'
- ইংরেজি নিউজ লেটার

লিটল ম্যাগাজিন ও দেয়ালিকা
- আছো অন্তরে আছো অক্ষরে
- প্রতিভাস
- সুমত সুপথ সুকৃত
- বৈশাখী

অনুষ্ঠান
- নবীন বরণ
- বসন্ত উৎসব
- বনভোজন
- চৈত্র সংক্রান্তি
- বর্ষবরণ
- বিদায় সংবর্ধনা

প্রতিযোগিতা
- সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃক্রীড়া প্রতিযোগিতা
- বিতর্ক ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা
- জাতীয়ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা
- জাতীয়ভিত্তিক সংগীত প্রতিযোগিতা

আউটরিচ প্রোগ্রাম
- শিক্ষা সফর (দেশ-বিদেশ)
- সার্ক ট্যুর
- গ্রামবাংলা পরিদর্শন
- শিল্প-কারখানা পরিদর্শন
- দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিভ্রমণ

শিল্প-সংস্কৃতি-মঞ্চ-গণমাধ্যম
- গীতিনাট্য
- মঞ্চ নাটক
- টেলিফিল্ম নির্মাণ
- চিত্র প্রদর্শনী

গণসচেতনতা ও সেবামূলক কার্যক্রম
- স্কাউটিং
- ত্রাণ কার্যক্রম
- রক্তদান
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন

২০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪

তারিখ : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ স্থান : আফতাব নগর খেলার মাঠ

শিক্ষাসফর-২০২৩ | বান্দরবান কক্সবাজার |

২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

বার্ষিক বনভোজন-২০২৪

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ রাঙামাটি ওয়াটার ফ্রন্ট রিসোর্ট, গাজীপুর

১০ম সার্ক স্টাডি ট্যুর-২০২৪, দার্জিলিং-কালিংপং-শিলিগুড়ি

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের রজতজয়ন্তী ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.-কে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছেন গভর্নিং বডির সভাপতি ও কলেজ অধ্যক্ষ।

রজতজয়ন্তী ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় কলেজের নন্দন কাননের শিল্পীবৃন্দ

সহ-শিক্ষা কার্যক্রম (ক্লাবসমূহ)

- ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব
- তার্কিক সভা
- সায়েন্স ওয়ার্ল্ড
- নন্দন কানন
- ইমপিরিয়াল আইটি ক্লাব
- পাঠচক্র
- ট্যুর ক্লাব
- বিএনসিসি
- রোভার স্কাউট

DHAKA
IMPERIAL
COLLEGE
Plot # 35-43, Block # B, Road # 2
Johurul Islam City, Aftab Nagar, Badda, Dhaka -1212
E-mail: imperial_college95@yahoo.com
www.imperialcollege.edu.bd
STUDY
DHAKA IMPERIAL COLLEGE
Cox's Bazar